দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 27 AUG. 2008
পৃঃ ১৪ কলাম ৪

পাঠকের অভিমত

কওমী মাদ্রাসা শিক্ষার সরকারী স্বীকৃতি প্রয়োজন

মুফতী মোহাম্মদ এনামুল হাসান

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে যে কয়টি শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে তার মধ্যে কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা অন্যতম। কোন প্রকার সরকারী সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়াই কেবলমাত্র ধর্মপ্রাণ মুসলিম নর-নারীর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় জাতিকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে সৎ, আদর্শবান, দক্ষ জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করে গড়ে তুলতে সকল প্রকার বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে কওমী মাদ্রাসা তার শিক্ষা ব্যবস্থা অদ্যাবধি চালিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের দেশে কওমী মাদাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া প্রচলিত অন্যান্য শিক্ষা ব্যবস্থার পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। কারণ প্রচলিত সেসব শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধু আক্ষরিক জ্ঞান দেয়া হলেও সেখানে সুশিক্ষা অনুপস্থিত। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি নির্দিষ্ট কোন আদর্শ থাকত, থাকত সুশিক্ষার পরশ, তাহলে আমাদের দেশে এত সন্ত্রাসী, দুর্নীতিবাজ, ধর্ষক, ঘুষখোর, চাঁদাবাজের জন্ম হতো না। গরীব অসহায়দের জন্য বরাদ্দকৃত ত্রাণসামগ্রী এবং দেশের সম্পদও লুন্ঠন হত না। পক্ষান্তরে কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সৃষ্টি হচ্ছে আদর্শবান, চরিত্রবান, সৎ, যোগ্য ও খাঁটি দেশপ্রেমিক। সর্বক্ষেত্রে উপেক্ষিত, অবহেলিত হয়েও কওমী মাদ্রাসার শিক্ষায় শিক্ষিতরা সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি জনগণের নিকট পৌছে দিচ্ছে শান্তির বাণী। এদেশে এমন প্রমাণ হয়তো আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারবে না যে, কওমী মাদ্রাসায় শিক্ষা অর্জন করে দেশের কোন জায়গায় কেউ সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজি বা দুর্নীতি করেছে।

কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত কোন শিক্ষা ব্যবস্থা নয়। বরং পৃথিবীর প্রাচীনতম একমাত্র শিক্ষা ব্যবস্থার নাম হল কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা, যার প্রবর্তক হলেন স্বয়ং বিশ্বনবী মোহাম্মদ (সাঃ)। এ পৃথিবী যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, মানুষ মানুষকে হত্যা করত, পিতা তার কন্যা সন্তানকে জীবিত পুঁতে ফেলত, ঠিক তখনি বিশ্ব জাহানের একমাত্র পালনকর্তা আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে বিশ্ববাসীর শিক্ষক হয়ে মহাগ্রন্থ আল কোরআনের ওহীর মাধ্যমে মোহাম্মদ (সাঃ) সর্বপ্রথম মক্কার সাফা পর্বতের নিকট হযরত আরকাম (রাঃ)-এর গৃহে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন সে শিক্ষা ব্যবস্থাই আজ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা নামে সুপরিচিত। মানুষকে প্রকৃত অর্থে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে এবং উন্নত চরিত্র গঠনের মাধ্যমে সৎ, আদর্শবান ও সুশৃঙ্খল জাতিতে রূপান্তরিত করতে কওমী মাদ্রাসা শিক্ষার অবদান চিরভাস্বর হয়ে আছে।

দেশ ও জাতির যে কোন সঙ্কটময় মুহূর্তে কওমী মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতরা এগিয়ে এসেছে বারংবার। এ ভারতীয় উপমহাদেশে বৃটিশ বেনীয়াদের বিরুদ্ধে যদি কওমী মাদাসা শিক্ষায় শিক্ষিত উলামায়ে কেরামগণ আন্দোলন না করতেন, তাহলে হয়তো আজ এ ভারতবর্ষে স্বাধীনতার অস্তিত্বই থাকত না। এ ভারত বর্ষকে বৃটিশ বেনীয়াদের হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে জেলে বহু নির্যাতন ও কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে এবং ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলতে হয়েছে হাজার হাজার উলামায়ে কেরামকে।

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে নিয়েও যতবার ষড়যন্ত্র হয়েছে, ঠিক ততবার সর্বপ্রথম উলামায়ে কেরামগণই সেই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে দেশের জনগণকে অবহিত করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় হল, আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেও কওমী মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতরা আজ রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিনিয়তই হচ্ছেন উপেক্ষিত। পাচ্ছেন না তাদের শিক্ষার সরকারী স্বীকৃতি। প্রচলিত শিক্ষার মাধ্যমে আজ বড় বড় সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজি, দুর্নীতিবাজের জন্ম হলেও তাদের দেয়া হয় রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি। কিন্তু যেখানে আদর্শবান নাগরিক ও খাঁটি দেশপ্রেমিক সৃষ্টি করা হয় সেই কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন মূল্যায়ন বা স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। এ কারণেই যোগ্য, মেধাবী, সৎ, আদর্শবান হয়েও তারা আজ দেশ ও জাতির উন্নয়নে কোন অবদান রাখার সুযোগ পাচ্ছে না।

দেশে এখন একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করে আসছে। তাদের মূল এজেন্ডা যদিও আগামীতে একটি অর্থবহ গ্রহণযোগ্য নির্বাচন জাতিকে উপহার দেয়া, তথাপি দেশ ও জাতির কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে এবং আগামী দিনের দেশের সৎ, যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি আদর্শবাদী ও কল্যাণকামী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে বর্তমান সরকার দেশের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে হাত দিয়েছে। বর্তমান সরকার দেশ থেকে সন্ত্রাস, দুর্নীতি বন্ধ করে একটি আদর্শবান সৎ, যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে একটি উন্নয়নশীল বাংলাদেশ গড়তে সত্যিকার অর্থে যদি আন্তরিক হয়ে থাকে, তাহলে সরকারের নিকট একটি পথই খোলা আছে, আর তা হল কওমী মাদ্রাসা শিক্ষার সরকারী স্বীকৃতির বাস্তবায়নের মাধ্যমে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করার সুযোগ করে দেয়া।

কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা যদি সরকারী স্বীকৃতি পায় তাহলে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করার সুযোগ পাবে। সন্ত্রাস, দুর্নীতি ঘুষ বন্ধ হয়ে বাংলাদেশ একটি আদর্শবাদী ও কল্যাণকামী রাষ্ট্র হিসেবে আগামীতে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হবে। পাশাপাশি সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও ক্ষুধামুক্ত সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়তে বর্তমান সরকারের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।

□ ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে